২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 MAY 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

'আর একবার ভর্তির সুযোগ দিন'

রেজানুর রহমান ॥ নির্ধারিত সময়ের পরও কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তির জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আর একবার

(১ম পৃঃ পর)

কর্তৃপক্ষ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়িয়াছেন। কলেজ শিক্ষার নূতন অভিভাবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হইয়াছে ২ বছর আগে। ইতিমধ্যে প্রথমবারের মত দেশের সকল কলেজের প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে সেশন জটের মুখোমুখি না হয় তাহার জন্য কলেজসমূহে ভর্তির সময়সীমা এবং পরীক্ষার তারিখ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। চলতি বছর ডিগ্রী ও অনার্স ক্লাসে ভর্তির সর্বশেষ (দুইবার পিছাইয়া) তারিখ ছিল ২৩শে মার্চ। এই সময়ের মধ্যে সারা-দেশে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোন কলেজেই ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করে নাই। বাঁধিয়া দেওয়া সময়ের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া কোন কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিতে পারে না। ভর্তি হইতে অপারগ ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই প্রায় প্রতিদিন গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাতায়াত করিতেছে। কর্তৃপক্ষের নজর কাড়ার চেষ্টা করিয়া তাহারা বলিতেছে: আর একবার ভর্তির সুযোগ দিন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী কলেজসমূহে ডিগ্রী ও অনার্স ক্লাসে ভর্তির সর্বশেষ তারিখ ছিল গত ২৬শে ডিসেম্বর। ইহার পর বিলম্ব ফি ২৫ টাকা প্রদানের ভিত্তিতে প্রথমে গত ১৫ই মার্চ এবং সর্বশেষ ২৩শে মার্চ ভর্তির শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তির প্রক্রিয়া চলিতেছিল। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা চিন্তায় আনে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারিয়া কলেজের প্রতি তাহাদের নজর পড়ে। ততদিনে কলেজসমূহে ভর্তির সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে। শুরু হয় আর একবার ভর্তির সুযোগ চাই—এই আবেদন করার পালা।

যশোর, বগুড়া, বরিশাল, পাবনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছে ভর্তির আশায়। তাহাদের অনেকের হাতে বিভিন্ন কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশ 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির অনুমতি দিলে ভর্তি করা যাইতে পারে'। মন্ত্রীর সুপারিশ নিয়া অনেক অভিভাবকও প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিতেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ৭ শত আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে রেজিষ্ট্রারের দফতরে। আবেদনপত্র গ্রহণের সময় বলা হইয়াছিল রাখিয়া যান। কর্তৃপক্ষ ... কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ... হইবে।

ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভিড় কমিতেছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ফিরোজ আহমেদ আকতার বলেন, 'আমরা সবেমাত্র শুরু করিয়াছি। কাজেই নিয়ম রক্ষা করা না গেলে সমস্যা দেখা দিবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দলীল উদ্দীন মণ্ডল বলেন, আমাদের অবশ্যই একটা নিয়মের মধ্যে চলিতে হইবে। গত বছর ভর্তির সময়সীমা ৪ বার পিছানো হইয়াছিল। এইবার ২ বার পিছানো হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর প্রেক্ষিতে সারা বছর ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিলে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা মুশকিল হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন, ডিগ্রী ক্লাস ২ বছরের। সেশন জটের কারণে অনেকে পিছাইয়া ছিল। আমরা জট কমাইয়া আনার জন্য ২ বছরকে খুবই গুরুত্ব দিতেছি। কোনভাবেই এই সময় বাড়ানো যাইবে না। বরং সম্ভব হইলে কমাইতে হইবে।

জানা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কাঙ্ক্ষিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাইয়া অনেকে কলেজ ছাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজসহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রী ক্লাসে আসন খালি রহিয়াছে। ইডেন কলেজের একদল ছাত্রী ঢাকা হইতে গাজীপুর গিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে এই তথ্য জানাইয়াছে। ছাত্রীদের দাবী ছিল: 'আমাদেরকে আর একবার সুযোগ দিন।'